রসরত্নেশ্বর।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, বিবেচিত, পরীক্ষিত ও

প্রকাশিত।

(কলিকাতা নং ৮ নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট
হইতে প্রকাশিত।)

কলিকাতা।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা মুদ্রিত

নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮।

১৮৮৭

বিজ্ঞাপন।

আমার এই রসায়ন গ্রন্থখানির ঔষধ সকল আশু ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত। অন্যান্য মতের ঔষধে উপকার না পাইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই উপকার পাইবেন এরূপ আমার বিশ্বাস, এ সকল উৎকৃষ্ট যোগ প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর হইতে সংগৃহীত। সাধারণের অপর চিকিৎসকগণের উপকারার্থ প্রকাশ করিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি যশের কারণ ও কীর্ত্তিপ্রদ হউক।

এই সকল ঔষধের অনুপান আমার "অনুপানবিধি" নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত আছে, তাহা দেখিয়া রোগের অনুযায়িক অনুপান স্থির করিয়া লইবেন। ইতি

কলিকাতা
নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮ } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

বিষ ও ধাতু আদি আমার লিখিত ব্যবস্থা মতে শোধন করিয়া এই সমুদায় ঔষধে প্রয়োগ করিবেন। অশোধিত প্রাণনাশক, নানা রোগোৎপন্ন কারক।

শোধনাদি প্রকরণ সত্বর
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবেক।

অকারাদি ক্রমে সূচীপত্র।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

শ্লীপদ রোগে ॥৪৬

ভগন্দর রোগে ॥৪৭

কুষ্ঠরোগে ॥৪৮

অম্লপিত্ত রোগে ॥৪৯

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ॥৫০

মসূরিকা রোগে ॥৫১

ক্ষুদ্ররোগে ॥৫২

মুখরোগে ॥৫৩

কর্ণরোগে ॥৫৪

নাসারোগে ॥৫৫

নেত্ররোগে ॥৫৬

শিরোরোগে ॥৫৭

ইতি সূচীপত্র।

রসরত্নেশ্বরে

ঔষধ প্রকরণ।

রোগাধিকার।

সম্পূর্ণ

রসরত্নেশ্বর।

ঔষধ প্রকরণ।

বিরেচকে ॥ ১ ॥

১। ক্ষেত্রপালি বটী।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে এক ভাগ জয়পাল বীজ নয় ভাগ হরীতকীর দুই, আমলকীর এক, বহেড়ার দুই ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। শীতল জল অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

রোগ বিশেষে কোন ঔষধে দাস্ত না হইলে ইহা সেবনে অবশ্য ভেদ হইয়া থাকে।

নবজ্বরে ॥২॥

১। জগন্নাথ বটী।

পারদ ১এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল দুই ভাগ, তামা এক ভাগ ক্রমশঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কটকী ও মুতা প্রত্যেকে এক ভাগ, দন্তী ক্বাথে এক, ঘৃতকুমারীর রসে দুই ও নিমপাতার রসে এক বার ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে। বায়ু প্রাধান্যে

মুতার রস মধু, পিত্তে পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস মধু ও কফে মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

সন্নিপাত জ্বরে ॥৩॥

১। মহানন্দী রস।

পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল প্রত্যেকে এক ভাগ, রসসিন্দুর দুই ভাগ, লৌহ তিন ভাগ, তাঁবা এক ভাগ, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, জয়পাল একান্নটী, মরিচ, শুঁঠ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শ্বেতকুঁচ, পিপুল প্রত্যেকে দুই ভাগ শিউলিপাতার রসে তিন, আদার রসে এক, জয়ন্তীপাতার রসে দুই, ভৃঙ্গরাজের রসে তিন ও বাসক পাতার রসে দুই বার ভার্বনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করত মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

২। কালভৈরবাঞ্জন।

অঞ্জন।

হিঙ্, তুঁতে, কর্পূর সমভাগ পিপুল ক্বাথে এক ও জায়পালের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বটী করিয়া রাখিবে। জলে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রব সহ সন্নিপাত নাশ হয় ॥২॥

৩। চিন্তানল।

নাস।

রসসিন্দুর, খর্পর, তাঁবা, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ চিতার রসে এক, আকন্দ দুগ্ধে দুই ও রশুনের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বাতি মত করিয়া রাখিবে। জলে ঘষিয়া নাশ দিলে তন্দ্রা, প্রলাপ আদি নাশ হইয়া সংজ্ঞা লাভ ও সন্নিপাত জ্বরের শান্তি হয় ॥৩॥

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ॥৪॥

১। মণিকেতু যোগ।

লৌহ, পারদ, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ কর্পূর দ্বিগুণ, জায়ফল, জৈত্রী, পিপুলের দানা, লবঙ্গ, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে তিন ভাগ আদার রসে দুই, জয়ন্তী পাতার রসে এক, মুতার রসে দুই, ভুমি-কুষ্মাণ্ডের রসে এক ও ঘৃতকুমারীর রসে এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

জ্বরাতিসারে ॥৫॥

১। মাণিক্যাদি।

রসসিন্দুর, হিঙ্গুল, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ সোহাগা, লৌহ, যবক্ষার দ্বিগুণ, পঞ্চলবণ অৰ্দ্ধ ভাগ, অভ্র, সিদ্ধিপাতী, হিঙ্ প্রত্যেকে চতুর্থাংশ জম্বীর নেবুর রসে সাত, মুতার রসে দুই, ছাগদুগ্ধে তিন, গীমার রসে চার, বেলশুঁঠ ক্বাথে পাঁচ, পানের রসে এক, ধনে, বালা, সাদাজীরা, কালজীরা, যোয়ান, শুল্‌ফা, ধাইফুল, কুড়চী, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

অতিসারে ॥৬॥

১। স্থিরসৌদামিনী।

হিঙ্গুল, কর্পূর, রসসিন্দুর, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ আফিম দ্বিগুণ বড়এলাচ ভস্ম চতুর্গুণ, জৈত্রী অৰ্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য প্রথমে রৌপ্য ও পারদে মিশ্রিত করত গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া অন্যান্য ঔষধ মিশ্রিত করিবে। পরে মুকার রস ও ছাগদুগ্ধের তিন, নিসিন্ডা পাতার

রসে এক, বেলশুঁঠ ক্কাথে সাত, ইন্দ্রযব, তেজপাতা, তালপাতা, মরিচ, জামের ছাল, তেঁতুল ছাল, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ॥১॥

গ্রহণী রোগে ॥৭॥

১। রাজরাজেশ্বর বটী।

মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগার খই, অভ্র প্রত্যেকে এক ভাগ, আফিম দুই ভাগ, রসসিন্দুর অর্দ্ধ ভাগ, মেষশৃঙ্গ ভস্ম তিন ভাগ, জায়ফল, আমেরকেশি প্রত্যেকে সার্দ্ধ এক ভাগ এই সমুদায় নিয়মানুসারে খল করত, মুতার রস, জামের পাতার রস, দাড়িম পাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, গীমাশাকের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন এবং বেলশুঁঠ, সাদাজীরা, অশ্বগন্ধা, কুড়চী, ইন্দ্রযব, ধনে, পাণিফল, লবঙ্গ, সিদ্ধি পাতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী করিবে ॥১॥

অর্শে ॥৮॥

১। লক্ষ্মীনারায়ণ চূর্ণ।

পারা, গন্ধক, মনঃশিলা, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, সোহাগা, তাম্র, স্বর্ণ, ভেলা ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু ও বংশলোচন দ্বিগুণ, হিরাকস অষ্টমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শর্করা, লবঙ্গ, জায়ফল প্রত্যেকে ত্রিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া ঘৃতকুমারির সাঁস, মুতার রস ও শ্বেতপুনর্নবার রসে তিন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, গজপিপ্পলী, আতইচ, তেউড়ী ও বিড়ঙ্গ ইহা-

দের প্রত্যেকের ক্বাথে এক বার, মান ও ওলের ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

অগ্নিমান্দ্যে ॥৯॥

১। হেমচন্দ্র রস।

পারা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, সামুদ্র লবণ, অভ্র, সোহাগার খই প্রত্যেকে এক ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক সিদ্ধি পাতার রসে তিন, জম্বীর নেবুর রসে সাত, মুতার রসে দুই, যোয়ান ভিজান জলে পাঁচ, জীরা ভিজান জলে তিন, ভৃঙ্গরাজের রসে এক, তুলসী পাতার রসে এক, কাগুজীনেবুর রসে তিন ও ত্রিফলার ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করত অনুপান যোজনা করিয়া সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, আনাহ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উদর বেদনা, উদর স্ফীত ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অজীর্ণ দোষ নিবারণ হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কণাদ মুনি কৃত পরীক্ষিত।

ক্রিমিরোগে ॥১০॥

১। পূর্ণ শশি।

পারা, গন্ধক, লৌহ, কুঁচিলা, শিলাজতু ও হিরাকস সমভাগ, বিষ, তাম্র, রসাঞ্জন, বঙ্গ, সোহাগা চতুর্থাংশ। অভ্র, মনঃশিলা, হরিতাল পঞ্চমাংশ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, লাক্ষা ও কঙ্কুষ্ঠ দ্বিগুণ। বিড়ঙ্গ, পিপুলের দানা, মরিচ, যোয়ান ও শুঁঠ প্রত্যেকে চতুর্গুণ ক্রমশঃ খল করিয়া শালিঞ্চার রস, ঘোষালতার রস, পটোলের রস, ছাগ

দুগ্ধ, মুতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, বেলপাতার রস, তুলসী পাতার রস ও আদার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, ধাইফুল, হরিদ্রা,দারুহরিদ্রা, যোয়ান, নিমফল, বালা, ইন্দ্রযব ও ইন্দুরকানি ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

পাণ্ডুরোগে ॥১১॥

১। বেণীমাধবযোগ।

পারা, গন্ধক, মণ্ডুর প্রত্যেকে সমভাগ। বিষ চতুর্থাংশ। অভ্র, রৌপ্যমাক্ষিক, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেকে দ্বিগুণ। মোচরস, পিপুল, মরিচ, চিনি, বড়এলাচ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ূচীর রস, ছাগদুগ্ধ, ধূতুরা পাতার রস, শালিঞ্চাশাকের রস, ইক্ষু রস, পটোলের রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস,বাকস পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, জয়পাল বীজ,দন্তী, তেউড়ী, চিতা, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, তেজপাতা, দেবদারু, চই, তালমূলী, গোধূম, যব, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে।

রক্তপিত্ত রোগে ॥১২॥

১। মাণিকচন্দ্র রস।

পারা, গন্ধক,লৌহ,গৈরিক প্রত্যেকে সমভাগ। তাম্র, বঙ্গ ও হরিতাল চতুর্থাংশ স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক,

শিলাজতু, রসসিন্দূর, রসাঞ্জন ও সৌরষ্ট্রমৃত্তিকা দ্বিগুণ। পিপুলের দানা, চিনি, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, দারুচিনি,ছোট এলাচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ। গুলঞ্চের রস, শতমূলীর রস, মুতার রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, বাকস পাতার রস, কুষ্মাণ্ডের রস, কার্পাস ফুলের রস, মধু ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার। পদ্মকেশর, তেজপাতা, নীলোৎপল, জীরা, দ্রাক্ষা, চন্দন, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী করিবে।

রাজযক্ষ্মা রোগে ॥১৩॥

১। চন্দ্রশেখর বটী।

পারা,গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সমভাগ। রসসিন্দুর, গৈরিক, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক চতুর্গুণ, তাম্র, বঙ্গ ও হরিতাল অষ্টমাংশ। শিলাজতু দ্বিগুণ। লৌহ সার্দ্ধ এক ভাগ। অশ্বগন্ধা, পিপুলের দানা, মরিচ, বংশলোচন, দারুচিনি, লবঙ্গ, জৈত্রী, এলবালুক, বড়এলাচ, জায়ফল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রস, নিসিন্দার রস, জয়ন্তীপাতার রস, বাকস পাতার রস, কাগুজীনেবুর রস, পানের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, ঘৃতকুমারীর শাঁস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, শতমূলীর রস, টাবানেবুর রস ও করবীর রস ইহাদের রসে দুই বার,রাস্না,হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরা, তালমাখনা, বেড়েলা, শৃকশিম্বী, যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া সিজের আঠায় এক দিন খল করত কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

কাস রোগে ॥১৪॥

১। হেমাঙ্গিনী।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও কর্পূর সমভাগ। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, খর্পর ও অভ্র দ্বিগুণ। হরিতাল, হিঙ্গুল, স্বর্ণ ও তাম্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ। মনঃশিলা ও প্রবাল ষোড়শাংশ। মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, দারুচিনি, বড়এলাচ বংশলোচন ও নাগকেশর প্রত্যেকে চতুর্গুণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, গুড়-চীর রস, বাকসপাতার রস, শতমূলীর রস, আদার রস, মুতার রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস ও ছাগদুগ্ধ ইহাদের প্রত্যে-কের তিন তিন বার, চির্তার, সিদ্ধিপাতা, নিসিন্দা, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, যষ্টিমধু, তালপত্র, তেজপাতা, কণ্টকারী, ধাইফুল, পুনর্নবা ও সাদাজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্বাস রোগে ॥১৫॥

১। চন্দ্রাবলি রস।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য-মাক্ষিক, শঙ্খভস্ম ও অভ্র দ্বিগুণ। বড়এলাচ ও শিলাজতু ত্রিগুণ। তাম্র, প্রবাল ও মনঃশিলা চতুর্থাংশ। সোহাগা ও বঙ্গ চার অংশের এক অংশ। পরে পরে খল করিয়া ছাগদুগ্ধে সাত বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, পিপুলমূল ও নাগকেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ক্বাথে তিন তিন বার, বাকসের মূল, পত্র ও ছালের ক্বাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

স্বরভেদ রোগে ॥১৬॥

১। ত্রিলোকচন্দ্র বটী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, জায়ফল, বিষ ও সোহাগা চতুর্থাংশ। পিপুলের দানা ও বংশলোচন আট ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে সাত বার, চই, মরিচ, চিতা, শুঁঠ ও তালিশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অরোচক রোগে ॥১৭॥

১। অনঙ্গমঞ্জরী রস।

পারা, গন্ধক ও বিষ সমভাগ, সোহাগা চতুর্থাংশ, অভ্র তৃতীয়াংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, হীরক ভস্ম এক কুঁচ ক্রমশঃ খল করিয়া টাবানেবু, জম্বীরনেবু ও ছোলঙ্গনেবুর ক্বাথে সাত বার, মুতা, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, অম্লদাড়িমের রসে সাত বার, আমরুলের রসে তিন বার, পুরাতন কুল ও পুরাতন তেঁতুলের সত্ত্বে এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

ছর্দ্দি রোগে ॥১৮॥ (বমন)

১। রাজরাজেন্দ্র বটী।

রসাঞ্জন এক ভাগ, রসসিন্দূর পাঁচ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে দুই ভাগ, জীরা ভাজা চূর্ণ পাঁচ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া হরীতকী ও কণ্টকারীর ক্বাথে একুশ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

তৃষ্ণা রোগে ॥১৯॥

১। লক্ষ্মীকান্ত রস।

পারা ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, হরিতাল ও তাম্র চতুর্থাংশ, তুঁতে অষ্টমাংশ, ছোট এলাচ ও নাগকেশর সমভাগ একত্রে খল করিয়া বটের ঝুরি, জামের পাতা, আমের ছাল ইহাদের ক্বাথে তিন বার, পিপুল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথে পাঁচ বার, চন্দন ভিজান জলে সাত বার ও মধুতে এক বার খল করিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

মূর্চ্ছা রোগে ॥২০॥

১। মায়াসুন্দরী।

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক সমভাগ, রসসিন্দুর চতুর্গুণ, পিপুলের দানা দ্বিগুণ, মধুতে খল করিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

মদাত্যয় রোগে ॥২১॥

১। গোপীনাথ বটী।

রসসিন্দুর এক ভাগ, হিঙ্ চতুর্থাংশ, বড়এলাচ, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দারুচিনি চতুর্গুণ ক্রমশঃ খল করিয়া জোয়ান, চই,সাদাজীরা ও কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

দাহ রোগে ॥২২॥

১। পদ্মাবতী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ,তাম্র চতুর্থাংশ, লৌহ অর্দ্ধাংশ, গৈরিক ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল ও

মরিচ চতুর্গুণ, জম্বীরনেবুর রসে তিন বার, পানের রসে এক বার ও আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটীপ্রস্তুত করিবে।

উন্মাদ রোগে ॥২৩॥

১। আশুতোষ গুটী।

পারা, গন্ধক, অভ্র ও রসাঞ্জন সমভাগ, বিষ, সমুদ্রফেণ, সৌবীরাঞ্জন ও ধুস্তুর বীজ চতুর্থাংশ, কুঁচিলা, মুক্তা, হরিতাল ও মনঃশিলা অষ্টমাংশ, হীরাভস্ম এক কুঁচ, স্বর্ণ দুই আনা, রসসিন্দূর ও শিলাজতু সমভাগ, কস্তুরী এক আনা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া মুতা, ভৃঙ্গরাজ, দেবদারু, কণ্টকারী, বীরণমূল ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার, চিরতা, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথে তিন বার, ঘৃতকুমারীর সাঁসে সাত বার ও সীজের আঠায় এক বার খল করিয়া মরিচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

অপস্মার রোগে ॥২৪॥

১। মহামায়ামৃত রস।

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, রসাঞ্জন ও মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, কস্তূরী ও বিষ ষোড়শাংশ, গোক্ষুর, নাগকেশর, বচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে তিন, সীজের আঠায় এক, দশমূল ও চিতার ক্বাথে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

বাতব্যাধি রোগে ॥২৫॥

১। হীরানন্দী।

পারা, গন্ধক, লৌহ, পঞ্চলবণ, রৌপ্যমাক্ষিক ও রৌপ্য সমভাগ, হরিতাল, স্বর্ণ, সোহাগা, তুঁতে, কাংস, হিঙ্গুল প্রত্যেকে দ্বাদশাংশ, রসসিন্দুর ও অভ্র সকলের সমান, সমুদ্রফেণ ও রসাঞ্জন অষ্টমাংশ, হীরক স্বর্ণের চতুর্থাংশ একত্রে খল করত মিশাইয়া পিপুলের দানা, মরিচ, পঞ্চলবণ, জৈত্রী, জায়ফল, বচ প্রত্যেকে সমস্ত ঔষধের ষোল ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নেবুর রস, দাড়িমের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, আকন্দপাতার রস, নিসিন্দার রস, আদার রস, মুতার রস, পানের রস ও মনসা পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন বার, হরীতকী, ধনে, গণিয়ারী, বহেড়া, ভুমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, সিদ্ধি, চিতা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকী ও জয়পাল ইহাদের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

অস্পর্শবাত রোগে ॥২৬॥

১। যোগ ভৈরবী।

স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ ও হরিতাল প্রত্যেকে এক ভাগ, অভ্র ত্রিগুণ, ভাঙ্ চতুর্থাংশ, সকলের সমান রসসিন্দুর ক্রমশঃ খল করিয়া ঘৃতকুমারীর শাঁসে সাত বার ও গুড়ের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্লেষ্মা রোগে ॥২৭॥

১। যোগচিন্তামণি।

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্যমাক্ষিক, শিলাজতু, মনঃ-

শিলা, বঙ্গ, কর্পূর ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে এক ভাগ, বিষ, প্রবাল, হিঙ্ ও সিদ্ধি বীজ চতুর্থাংশ, পঞ্চলবণ, গৈরিক, যবক্ষার, স্ফাটিক ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ, ভেলা ও কঙ্কুষ্ঠ অষ্টমাংশ, সোহাগা,তাম্র ও সীসা স্বর্ণাদির ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, শুঁঠ,পিপুল, মরিচ, কট্‌ফল,জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেকে দ্বিগুণ,ক্রমশঃ খল করিয়া, নিসিন্দার রস, আকন্দ পাতার রস, আদার রস, চিতার রস, বাকসের রস ও তুলসী পাতার রস ইহাদের ক্বাথে প্রত্যেকে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, জোয়ান, চই, সাদাজীরা,কালজীরা, পুষ্করমূল, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, সোমরাজী, কণ্টকারী, বেলমূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে দুই দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

পিত্তরোগে ॥২৮॥

১। শিবচন্দ্রামৃত রস।

রৌপ্যভস্ম, প্রবাল,লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেকে এক ভাগ,অভ্র,গৈরিক ও শঙ্খভস্ম দ্বিগুণ, গন্ধক ও স্ফটিক অর্দ্ধাংশ, হিঙ্গুল চতুর্থাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গকলিকা ও জৈত্রী প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া যষ্টিমধু, জটামাংসী ও তালিশ পত্র ইহাদের ক্বাথে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তিন তিন বার, গুড়ূচীর ক্বাথে সাত বার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকের ভিজান জলে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বাতরক্ত রোগে ॥২৯॥

১। নন্দানন্দ বটী।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ, ধূস্তুর বীজ, তুঁতে ও হরিতাল অষ্টমাংশ, অভ্র ও ভেলা অর্দ্ধাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পলাশ ক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, টাবানেবুর রস ও চিতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পুনর্নবা, দেবদারু ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মটর পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

ঊরুস্তম্ভ রোগে ॥৩০॥

১। তারকেশ্বর।

পারা, গন্ধক ও কুঁচ প্রত্যেকে সমভাগ, হিঙ্ ও ধূস্তুর বীজ অষ্টমাংশ, সৈন্ধব লবণ ও শিলাজতু দ্বিগুণ, শুঁঠ ও পিপুল চতুর্গুণ, বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, জয়ন্তী, কাকমাচী ও জয়পাল প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

আমবাত রোগে ॥৩১॥

১। যোগতরঙ্গিণী।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, লৌহ ও তুঁতে প্রত্যেকে সমভাগ। হিঙ্গুল অষ্টমাংশ, অভ্র দ্বিগুণ, তাম্র ষোড়শাংশ, সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধাংশ একত্রে খল করিয়া পিপুল, পিপুল মূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাচ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ত্রিগুণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাতা, দেবদারু, জোয়ান, রাস্না,

ধনে, দন্তী, গজপিপ্পলী, মান, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার। মুতার রসে দুই বার,গুলঞ্চের রসে চার বার ভাবনা দিয়া তেঁতুল ক্ষার গন্ধকের সমান মিশ্রিত করিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

শূলরোগে ॥৩২॥

১। দক্ষরাজ বটী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেকে সমভাগ, বিষ অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, শঙ্খভস্ম ও যবক্ষার দ্বিগুণ। রসসিন্দুর সকলের সমান,হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম, হিরাকস, তুঁতে, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রেলবণ, ছোটএলাচ, দারুচিনি,পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে চতুর্গুণ, আদার রস, শতমূলীর রস, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, মুথার রস, টাবানেবুর রস, ধুতুরা পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুর রস ও বাকস পাতার রস ইহাদের রসে তিন তিন বার, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, অশ্বগন্ধা, চন্দন, বালা, শঠী ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

উদাবর্ত্ত রোগে ॥৩৩॥

ধনিদর্পহারী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ,আমরুলের রস,আকন্দ পাতার রস ও থানকুনীর রসে তিন তিন বার, হরীতকী,

আমলকী,বহেড়া ও জয়পাল ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

গুল্মরোগে ॥ ৪॥

১। কালানল রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, তুঁতে, কাংস, হরিতাল, মনঃশিলা ও হিঙ্গুল চতুর্থাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক,কড়িভস্ম ও শঙ্খভস্ম অর্দ্ধাংশ, হিঙ্ ষোড়শাংশ, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ভৃঙ্গরাজের রস, ঘৃতকুমারীর শাঁস, পানের রস, আকন্দ পাতার শাঁস, পটোলের রস, হাতিশুঁড়ার রস ও মুতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কটকী, গজপিপ্পলী,বচ, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, আপাঙ্গ, দাড়িমছাল, জোয়ান, কালজীরা ও বালা ইহাদের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

হৃদ্রোগে ॥৩৫॥

১। খলচূড়ামণি।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণ সমভাগ, তাম্র ও হিরাকস অষ্টমাংশ, অভ্র দ্বিগুণ, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, দ্রাক্ষার ক্বাথে পাঁচ বার, অর্জুনছালে রসে এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মুত্রকৃচ্ছ্র রোগে ॥৩৬॥

১। ঘনঘটাম্ব।

পারা, গন্ধক ও স্ফাটিকা প্রত্যেকে সমভাগ, লৌহ,

অভ্র, সীসা ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, হরিতাল চতুর্থাংশ। যবক্ষার, ও শিলাজতু দ্বিগুণ। প্রবাল পঞ্চমাংশ। রসসিন্দুর সার্দ্ধ এক ভাগ। তুঁতে ষোড়শাংশ। শকরা সকলের অষ্টম ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া দূর্ব্বার রসে এক বিংশতি বার, যষ্টিমধু, শাল্মলীমূলের ছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, ধাইফুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মূত্রাঘাত রোগে ॥৩৭॥

১। ছিন্নমস্তা।

স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ ও অভ্র সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধাংশ, প্রবাল ষোড়শাংশ, সকলের সমান রসসিন্দুর, লবণ স্বর্ণের তৃতীয়াংশ, নাগকেশর, ছোটএলাচ ও মরিচ দ্বিগুণ, ঘৃতকুমারীর শাঁস, মুতার রস ও যজ্ঞডুমুরের পাতার রস প্রত্যেকের সাত সাত বার, দুগ্ধ, মধু ও তণ্ডুলোদকে এক বার, রেণুক, বিড়ঙ্গ, আমলকী ও পিপুলমূলের ক্বাথ প্রত্যেকের তিন তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অশ্মরী রোগে ॥৩৮॥

১। ঝঞ্ঝাবাতঘাতিনী।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, তাম্র ও তুঁতে ষোড়শাংশ, হিরাকস আট ভাগের এক ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, গোক্ষুর ও মরিচ সমভাগ, ছাগদুগ্ধ, মধু ও টাবানেবুর রসে এক এক বার, ক্ষেতপাপড়া, কুলত্থকলায়

ও জীরার ক্বাথে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, ইন্দ্রবারুণী ও বৃহতী ফলের ক্বাথে দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

প্রমেহ রোগে ॥৩৯॥

১। ঢুণ্ডিরাজ বটী।

পারা, গন্ধক, মুক্তা, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগ, প্রবাল, মনঃশিলা, তাম্র ও রসাঞ্জন ষোড়শাংশ, কর্পূর স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক রৌপ্যমাক্ষিক তিন ভাগের এক ভাগ, কড়িভস্ম দ্বিগুণ, রসসিন্দুর সকলের সমান, দারুচিনি, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জায়ফল, ছোটএলাচ ও জৈত্রী সকলের চার ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, মুতা ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার, বটের আঠা, ঘৃতকুমারীর শাঁস, মধু ও মেষদুগ্ধে দুই দুই বার, সাদাজীরা, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, নাগরমুতা, খেজুর, তালমাখনা, পান, রেণুক, খস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, কণ্টকারী, তেজপাতা, দেবদারু, দাড়িম ছাল, শিমুলমুল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সোমরোগে।

১। ডামর গুটী।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, হরিতাল, বঙ্গ, প্রবাল, রসাঞ্জন ও সীসা প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষির দ্বিগুণ, পিপুল, পিপুলেরদানা, মরিচ, বড়এলাচ, দারুচিনি ও

গোক্ষুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া মুতার রস, ছাগদুগ্ধ, ঘৃতকুমারীর সাঁস ও দাড়িমের রস ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, তেজপাতা,সাদাজীরা, কালজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খস, শ্বেতচন্দন, কদম্বছাল ও অগুরু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

স্থৌল্যে ॥৪১॥ (অর্থাৎ মেদরোগে)

ফকীরালি।

পারা,গন্ধক ও লৌহ সমভাগ,তাম্র ও হরিতাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, উদ্ভিদলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ,পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া আকন্দ পাতার রস ও আকন্দের আঠায় এক বিংশতি বার খল করিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে।

উদরী রোগে ॥৪২॥

বাতোদরে—১। ষাঁড়েশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ,ভেলার আঠা,কঙ্কুষ্ঠ ও তাম্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, বিষ ষোড়শাংশ,যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, গুলঞ্চের, রস, নিসিন্দাপাতার রস, চিতার রস, টাবালেবুর রস, ভৃঙ্গরাজের রস,এরণ্ডমুলের রস,মেষ দুগ্ধ,গাভিদুগ্ধ ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, কালজীরা, শুঁঠ, তালমূলী, জোয়ান ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে দুই দুই বার, ঘৃত ও গোমূত্রে এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে।

জলোদরে—নিশুম্ভঘাতিনী রস ॥২॥

পারা, গন্ধক, তামা ও মনঃশিলা সমভাগ, সীসা ও সোহাগা অর্দ্ধাংশ, লৌহ ও অভ্র দ্বিগুণ, সৈন্ধবলবণ সকলের সমান, যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের পালো ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের আঠা, টাবালেবুর রস, নিসিন্দার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও এরণ্ড তৈল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার, কালজীরা, জয়ন্তী, তেউড়ী, জয়পাল, হরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান উষ্ণজল, শীতল জল ত্যাগ, দাস্ত হইলে ঘোল পথ্য—।

স্ত্রীলোকের জলোদরে—ব্রজবিহারিণী রস ॥৩॥

বঙ্গ, গন্ধক ও তুঁতে সমভাগ, তাম্র চতুর্থাংশ, মুক্তার ঝিনুক ভস্ম সকলের অর্দ্ধাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, জয়পাল সকলের দ্বিগুণ, পিপুল পঞ্চমাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের দুগ্ধে একুশ বার, গোমূত্রে সাত বার, পুনর্নবা ও সোনার ক্বাথে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সর্ব্বোদরে—পাশুপত বটী ॥৪॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ও কঙ্কুষ্ঠ দ্বিগুণ, তাম্র, ভেলা অর্দ্ধাংশ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে সকলের সমানাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া, মুতার রস, চিতার রস ও আদার রসে সাত বার, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী ও

বহেড়া প্রত্যেকের ক্কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

প্লীহারোগে ॥৪৩॥

১। ইন্দুমতি।

কড়িভস্ম, গন্ধক, পারদ, হিঙ্, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা প্রত্যেকে সমভাগ, সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ ও শিলাজতু প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, সাচিক্ষার, সামুদ্রলবণ, অপামার্গ ক্ষার, তেঁতুলেরখোলা ভস্ম প্রত্যেকে চতুর্থাংশের এক অংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, মুতার রস, শিমূলের রস, ছাগদুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডের ডাঁটার রস, জম্বীরনেবুর রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা, গজপিপ্পলী, পুরাতন তেঁতুল ও তালজটা ইহাদের ক্কাথে প্রত্যেকের তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

শোথরোগে ॥৪৪॥

১। ঈশানী।

স্বর্ণ, তাম্র, হিঙ্, লৌহ, বঙ্গ ও গন্ধক সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, গৈরিক, স্ফটিক, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও সাচিক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, রসসিন্দুর সকলের সমান, শুঁঠ ভস্ম সমানের পঞ্চমাংশ, মূলা ভস্ম, জায়ফল, লবঙ্গ, সুপাড়ী ভস্ম, বিড়ঙ্গ ও পিপুলমূল প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, গোমূত্র, আকন্দের আটা, মুতার রস ও ঘৃত প্রত্যেকে তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আপাঙ্, দন্তী,

কট্‌কী, শ্বেতপুনর্নবা, চিতা, তেউড়ী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, আতইচ ও পলাশ প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অর্ব্বুদ রোগে ॥৪৫॥

১। উমাসুন্দরী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, পিপুল চতুর্গুণ, পানের রস, নটেশাকের রস, পুনর্নবার রস ও গোমূত্র প্রত্যেকের এক বিংশতি বার ও মধু দিয়া এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শ্লীপদ রোগে ॥৪৬॥

১। ঋষীশ্বর যোগ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হরিতাল ও তুঁতে ষোড়শাংশ, শঙ্খ, কড়িভস্ম ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে সমানাংশের অর্দ্ধাংশ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, বচ ও ছোটএলাচ প্রত্যেকে সকলের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ ক্রমশঃ খল করিয়া বেলপাতার রসে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, শঠী ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে।

ভগন্দর রোগে ॥৪৭॥

১। ভগবতী।

পারা, গন্ধক ও তামা সমভাগ, লৌহ দ্বিগুণ, সকলের সমান স্বর্ণমাক্ষিক একত্রে খল করিয়া কাগজী নেবুর রসে সাত বার ও ঘৃতকুমারীর রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কুষ্ঠ রোগে ॥৪৮॥

১। কুষ্ঠানল যোগ ।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও স্বর্ণ সমভাগ, শিলাজতু চতুর্গুণ, পলাশভস্ম, ভেলার আঠা, শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলণ ও রস-সিন্দুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও খদির চূর্ণ সমানের তৃতীয়াংশ মিশাইয়া ছাগ-দুগ্ধ, গোমুত্র, ভৃঙ্গরাজের রস, পানের রস, জম্বীর নেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর সাঁস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, আকন্দের আঠা, সীজের আঠা, মহিষ ঘৃত ও সজিনাপাতার রস প্রত্যেকের তিন বার, নিমপাতার রস, নিমের ফুলের রস, নিমের ফলের রস, নিমের ছালের রস প্রত্যেকের পাঁচ বার, নিমেরমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পুনর্নবা, ধনে, দ্রাক্ষা ও নীলঝিণ্টী ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অম্লপিত্ত রোগে ॥৪৯॥

১। মেহাদ্রি ।

পারা, গন্ধক, মণ্ডূর ও অভ্র প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, রৌপ্য, প্রবাল ও তাম্র ষোড়শাংশ, পিপুল, মরিচ, বচ, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচ ও তেজপাতা সকলের সমান, ভৃঙ্গরাজের রস, আদার রস, তালমূলীর রস, শতমূলীর রস, মুতার রস ও চিতার রস ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, পিপুলমূল, শুল্‌ফা, অপামার্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, চই, যোয়ান, সাদাজীরা ও কাল-জীরা প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ॥৫০॥

১। ত্রিপুরভৈরবী।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, অভ্র ও রসসিন্দুর দ্বিগুণ, তেজপাতা, বড়এলাচ ও দারুচিনি সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ূচীর রস, নিমপাতার রস, নিসিন্দাপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, খয়ের কাঠ, ছাতিয়ানমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বাকস, অনন্তমূল ও চিরতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

মসূরিকা রোগে ॥৫১॥

১। শীতলেশ্বরী।

পারদ ও রুদ্রাক্ষ সমভাগ পিপুল, আমলকী ও দ্বিগুণ গুলঞ্চের রসে সাত বার, দ্রাক্ষা, রাস্না, মহুয়া, ধনে, নাগরমুতা ও খস ইহাদের প্রত্যেকে ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ক্ষুদ্র রোগে ॥৫২॥

১। জয়াবতী।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য ও পিত্তল অর্দ্ধাংশ। বংশলোচন ও সৈন্ধব লবণ সকলের সমান, গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, পল্‌তার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, মধু ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পাঁচ বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, খয়ের কাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ও গোমূত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মুখ রোগে ॥৫৩॥

১। টুণ্টুকী।

স্বর্ণ, গন্ধক, শিলাজতু ও মনঃশিলা সমভাগ, রসসিন্দুর দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চের রস, কুষ্মাণ্ডের রস, জাতিপত্রের রস, নিমপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, পটোলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন বার, গোমূত্রে সাত বার, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণের জলে দুই বার মৌফুল, শাল্মলীমূল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কর্ণ রোগে ॥৫৪॥

১। থানেশ্বর বটিকা।

গন্ধক, সোহাগা ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে সমভাগ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া বাকস পাতার রসে সাত বার, অনন্তমূল, নাগতমুতা, কেলেলতা ও শুল্‌লা ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

নাসারোগে ॥৫৫॥

১। মদনমোহন বটী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, দারুচিনি ও ছোটএলাচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া বাকস পাতার রসে সাত বার, কেলেলতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও নাগরমুতা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

নেত্র রোগে ॥৫৬॥

১। ত্রিনয়নী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক দ্বিগুণ, পিপুলমূল, বড়এলাচ, শুঁঠ বচ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে সমানের অর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দেবদারু, শঠী, রক্তচন্দন, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ ও দ্রাক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার, ঘৃত ও মধুতে দুই বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

শিরোরোগে ॥৫৭॥

১। গঙ্গাধর যোগ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, রসসিন্দূর দ্বিগুণ, তাম্র ও বিষ ষোড়শাংশ, শুঁঠ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুলমূল, ধুস্তুরবীজ ও সিদ্ধিরবীজ প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, আদার রস, সীজের আঠা ও গুলঞ্চের রসে সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপানি, চাকুলে, গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে।

প্রদর রোগে ॥৫৮॥

১। শ্রীরামসুন্দর বটী।

লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, গৈরিক ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, বংশলোচন, পঞ্চলবণ ও খদির প্রত্যেকে দুই ভাগ, হরিতাল, শঙ্খ ও কপর্দ্দক প্রত্যেকে চতুর্থাংশ, স্ফাটিকা

অর্দ্ধ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলেরদানা, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ছোট-এলাচ ও লবঙ্গ প্রত্যেকে তিন ভাগ, ঘৃতকুমারির রস, আকন্দ পাতার রস ও মধু দিয়া তিন বার, ত্রিফলার ক্কাথে সাত বার, চই, কুড়, শঠী, দেবদারু, হরিদ্রা, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে,তালীশপত্র,জীরা, কালজীরা ও খেজুর ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

যোনিব্যাপদ রোগে ॥৫৯॥

১। বজ্রযোগিনী রস।

স্বর্ণ, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ, সৈন্ধবলবণ দ্বিগুণ, যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক সমানের চতুর্থাংশ, বচ, পিপুল, পুরাতন গুড়, মরিচ ও চিনি প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, গুলঞ্চের রস, যজ্ঞ-ডুমুরের রস, নিমপাতার রস, ছাগদুগ্ধ, মধু, মালতীফুলের রস ও দূর্ব্বার রস প্রত্যেকের এক বার, বনযবানী, চিতা-মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী,বৃহতী, কুড়,দেব-দারু, বট,যজ্ঞডুমুর, পাকুড়,শ্যামালতা, হরিদ্রা, ও দারু-হরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে দুই দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

সূতিকা রোগে ॥৬০॥

১। ললাটেশ্বরী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার দ্বিগুণ, সোহাগা ষষ্ঠাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ ও কর্পূর প্রত্যেকে দ্বিগুণ,জম্বীরনেবুর

রস, নিসিন্দাপাতার রস, শতমূলীর রস, বাকসপাতার রস ও পানের রস প্রত্যেকের তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধাইফুল, কুড়চী, ইন্দ্রযব, কাকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, জোয়ান, দারুচিনি, যষ্টিমধু ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার, ছাগদুগ্ধে পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বালরোগে ॥৬১॥

১। পরমার্থ চিন্তামণি।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া পানের রস, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দাপাতার রস ও শ্বেত অপরাজিতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার ও পুনর্নবার ক্বাথে সাত বার ভাবনা দিয়া সরিষা মত বটী প্রস্তুত করিবে।

বিষ রোগে ॥৬২॥

১। হলাহল যোগ।

লৌহ, স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, তুঁতে ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, মনঃশিলা, হরিতাল ও হিরাকস ষোড়শাংশ, গৈরিক, শঙ্খভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে সমানের অষ্টমাংশ, জৈত্রী দ্বিগুণ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণী, বৃহতী, দাড়িম ও অপামার্গ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

রসায়নে ॥৬৩॥

১। প্রেমানন্দী।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ-

মাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, শিলাজতু ও রস-সিন্দুর সকলের সমান, তালমাখনা, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ, মোচরস প্রত্যেকে সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া শতমূলীর রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, বক পুষ্পের রস, ইক্ষুরস, কদলীমুলের রস, মালতীফুলের রস, গুলঞ্চের রস, মুতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার, সাদাজীরা, যোয়ান, বিড়ঙ্গ, তালমূলী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ঘর্ম্মনিবারণে ॥৬৪॥

১। ভোলানাথী।

পারা, গন্ধক, রুদ্রাক্ষ, প্রবাল, স্বর্ণ ও মকরধ্বজ প্রত্যেকে সমভাগ, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, আদা প্রত্যেকের তিন তিন বার ভাবনা দিবে, মধু অনুপানে এক মুগ পরিমিত সেবনীয়, ইহাতে সন্নিপাত ও যক্ষ্মাদি জনিত এবং সর্দ্দি গরমী হইয়া বিন্দু বিন্দু বা অতিরিক্ত স্বেদ নিবারণ হয়। ঘর্ম্মরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ভৃগুমুনির কৃত।

বাজীকরণে ॥৬৫॥

১। কামরত্ন।

পারা, গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, কর্পূর ও বঙ্গ দ্বিগুণ, বংশলোচন অষ্টগুণ, ছোটএলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, শৈলজ, যোয়ান, নাগকেশর, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, মুতার রস, শত-

মূলীর রস, মহিষদুগ্ধ ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, গোক্ষুর চাকুলে, ধনে, দ্রাক্ষা, আলকুশী বীজ, কুলেখাঁড়া বীজ, সিদ্ধি, তেজপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অশ্বগন্ধা, দন্তী, চই, গেঁঠেলা, শুল্‌ফা, মৌরী, যষ্টিমধু, দেবদারু, রক্তচন্দন প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

স্তম্ভনে ॥৬৬॥

১। প্রাণতোষিণী।

স্বর্ণ ও আফিম সমভাগ, অশ্বগন্ধা, তালমাখনা, শতাবরী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, নাগেশ্বর, শিমুলমূলের সাঁস প্রত্যেকে দ্বিগুণ সিদ্ধিপাতার রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অজীর্ণে ॥৬৭॥

১। বড়বানল রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও তেঁতুলছাল ভস্ম প্রত্যেকে সমভাগ, তাঁবা, বিষ ও যবক্ষার চতুর্থাংশ, সাচিক্ষার ও সৌবর্চ্চল লবণ দ্বিগুণ, হিঙ্ ষোড়শাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ফুল, অপামার্গ ক্ষার প্রত্যেকে ত্রিগুণ, জম্বীরনেবুর রস, কাগজীনেবুর রস, আদার রস ও চিতার রস প্রত্যেকে সাত বার, কণ্টকারী, দন্তী, তেজপাত, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যোয়ান, সাদাজীরা, কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

বিসূচিকা রোগে ॥৬৮॥

১। প্রাণেশ্বর বটী।

পারা, গন্ধক ও সোহাগা সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ,

কড়ি ভস্ম ও শঙ্খ ভস্ম চতুর্গুণ, মরিচ সকলের সমান, কাগজীনেবু ও জম্বীরবেুর রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমাণ বটী করিবে।

কামলারোগে ॥৬৯॥

১। সুধাকর বটী।

মণ্ডূর, অভ্র ও শিলাজতু সমভাগ, লৌহ অর্দ্ধ ভাগ, হিঙ্গুল, রৌপ্যমল ও স্বর্ণমাক্ষিক লৌহের চতুর্থাংশ, বহেড়ার শাঁস, পিপুলের দানা, চিনি ও মরিচ সকলের সমান, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, পিপুলমূল, চৈ ও চিত্তা ইহাদের ক্বাথে দুই বার, পল্‌তার রসে এক বার, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, গজপিপ্পলী ও বেড়েলার ক্বাথে এক বার, আদার রসে দুই বার এবং মধুতে এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

পাণ্ডুশোথে ॥৭০॥

১। শরচ্চন্দ্রোদয়।

পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ ও অভ্র সমভাগ মণ্ডুর দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বংশলোচন প্রত্যেকে লৌহের দ্বিগুণ, গোমূত্রে সাত বার, ইন্দ্রযব, কটকী, মানমূল, বচ, বেদদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, কালজীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন বার এবং মুতার রসে দুই বার খল করিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

হলীমক রোগে ॥৭১॥

১। যমদগ্নি রস।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হিঙ্‌ও তাম্র ষোড়-

শাংশ, কড়িভস্ম অৰ্দ্ধাংশ, তুঁতে অষ্টমাংশ, যবক্ষার ও সোহাগার খই পঞ্চমাংশ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোঁদাল ও তেউড়ী ইহাদের ক্বাথে সাত বার, ছাগদুগ্ধে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচের মত বটী প্রস্তুত করিবে।

পরিণাম শূলে ॥৭২॥

১। যজ্ঞেশ্বর বটী।

শঙ্খভস্ম, যবক্ষার, তাম্র ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চতুর্গুণ, মুতার রস, গুলঞ্চের রস, কাগজীনেবুর রস ইহাদের রসে তিন বার, যোয়ান ও শুল্‌ফার ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া চতুর্থাংশ হিঙ্ মিশ্রিত করত মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

যক্কৃৎ রোগে ॥৭৩॥

১। প্রভাবতী বটী।

মৃগচর্ম্ম ভস্ম, লৌহ, কড়িভস্ম, যবক্ষার ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, তাম্র ও তুঁতে অৰ্দ্ধাংশ, হিঙ্ অষ্টমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুষ্মাণ্ডের ডাঁটা ভস্ম, অপামার্গের ক্ষার, তেঁতুলের খোলা ভস্ম প্রত্যেকে সমানের অৰ্দ্ধাংশ, গুলঞ্চের রস, মুতার রস, ঘৃতকুমারীর শাঁস, চিতার রস, আকন্দফুলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, শিমুলছাল, যোয়ান, লবঙ্গ, তালজটা, শিমুল মূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

গুল্ম প্লীহা রোগে ॥৭৪॥

১। যোরেশ্বর বটী।

পারমুক্ত, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক সমভাগ পুট পাকে ভস্ম করিয়া, শুঁঠ,মরিচ, সৌবর্চ্চল লবণ চতুর্গুণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস, সীজের আঠা, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ, পানের রস, আকন্দপাতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, জয়পাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যোয়ান, সাদাজীরা, কালজীরা, পলতা, অপামার্গ ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

অগ্নিমান্দ্য রোগে ॥৭৫॥

১। ধনঞ্জয় বটী।

স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ ও মৃগচর্ম্ম ভস্ম সমভাগ, কড়িভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, যবক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, হিঙ্‌ সমানের ষোড়শাংশ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, বিড়ঙ্গ চতুর্থাংশ, ঘৃতকুমারীর রস ও মুতার রসে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা প্রত্যেকের ক্কাথে তিন তিন বার, মধু ও গুড়ের রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

ব্রধ্ন রোগে ॥৭৬॥

(অর্থাৎ কুঁচ্‌কি হইলে।)

১। ভরদ্বাজ বটী।

পঞ্চলবণ ও যবক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ,পিপুল, পিপুলমুল, চই ও বনযবানী প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ, সজি-

নার ছালের রস, চিতার রস, বেলপাতার রস, গুলঞ্চের রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, ভেলার আঠা, কয়েদ-বেল, সোঁদাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ, চই ইহা-দের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কোষ বৃদ্ধি রোগে ॥৭৭॥

১। অগ্নিবেষ কৃত রস।

সৈন্ধবলবণ, লৌহ, বংশলোচন প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সকলের সমান, চই, বেলপাতা, সোঁ-দাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অনন্তমূল, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা ও যোয়ান ইহাদের প্রত্যেকের এক এক বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

উপদংশ রোগে ॥৭৮॥

১। ভৃঙ্গরাজ বটী।

গন্ধক, তুঁতে ও হিরাকস সমভাগ, খয়ের সকলের সমান, মুতার রস, গুলঞ্চের রস, পলতার রস, কেলে-লতার রস, নিমপাতার রস, বাকসপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যে-কের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

২। কর্পূর রস।

শোধিত পারদ উহার সমভাগ গৈরিক, ইঁট, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটী, ক্ষারলবণ ও লাল মাটী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বোতলে পূরিয়া বস্ত্র মৃত্তিকায়

লেপ দিয়া চার দিন দিবারাত্র জ্বাল দিলে রসকর্পূর সিদ্ধ হয়। বোতলের উপরিভাগে শ্বেত বর্ণ কর্পূরের ন্যায় পদার্থ গ্রহণ করিবে। উহা অনুপান বিশেষে সেবনে অগ্নিদীপ্ত, বিপুল বল, পুষ্ট ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গরমী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্বব্যাধি বিনাশকে ॥৭৯॥

১। সিন্দুর রস।

বিশুদ্ধ পারদ চার ভাগ ও দুই ভাগ শোধিত গন্ধক একত্রে খল করত কজ্জলী করিয়া কঠিন বোতলের মধ্যে পূরিয়া চার দিন কঠিন জ্বাল দিলে বোতলের উপরিভাগে উত্থিত সিন্দূরের ন্যায় রস গ্রহণ করিবে। অনুপান বিশেষে সমস্ত রোগে উপকার দর্শে।

২। স্বর্ণসিন্দুর রস।

শোধিত পারা আট তোলা, শোধিত সুবর্ণ এক তোলা একত্রে খল করিবে। পরে দন্ত খড়িকার রসে তদনন্তর রক্তকার্পাস ফুলের রসে খল করিয়া দেড় তোলা গন্ধক দিয়া কজ্জলী করত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বোতলে পূরিয়া জ্বাল দিলে স্বর্ণসিন্দুর রস প্রস্তুত হয়।

৩। ষড়্গুণ বলি জারিত রসসিন্দুর।

রসসিন্দুরের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ছয় বার জ্বাল দিলে প্রস্তুত হয়, অধিক গুণ প্রদায়ক।

মেধাবর্দ্ধকে ॥৮০॥

১। সেকন্দর গুটী।

স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও অভ্র সমভাগ, শতমূলী, বড়এলাচ, কালজীরা ও যোয়ান দ্বিগুণ একত্রে

খল করিয়া গুলঞ্চের রস, মুতার রস, শতমূলীর রস প্রত্যেকের তিন বার, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রসে সাত বার এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে।

হিক্কা রোগে ॥৮১॥

১। যোগরাজ বটী।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, সোহাগার খই, মনঃশিলা, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুলের আঁটির সাঁস প্রত্যেকে চতুর্থাংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া আমলকী, বিড়ঙ্গ, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, বহেড়া, জটামাংসী, বামনহাটী ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করত মধু দিয়া লেহনে হিক্কার উপশম হয়।

ভ্রম রোগে ॥৮২॥

১। ভবতারিণী রস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতাবরী, ছোট এলাচ, নাগকেশর, আমলকী ইহাদের ক্বাথে তিন বার, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রসে একুশ বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

ধ্বজভঙ্গে ॥৮৩॥

১। কামেশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ, কর্পূর, রৌপ্য, অভ্র, জায়ফল ও জৈত্রী অর্দ্ধ ভাগ, সমুদায়ের সমান রসসিন্দুর, পারার অষ্টমাংশ মৃগনাভি, লবঙ্গ, কালজীরা,

বচ, নাগকেশর, দ্রাক্ষা, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ, সিদ্ধি বীজ, ছোটএলাচ, দারুচিনি প্রত্যেকে তিন ভাগের এক ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রস, ধুতুরা, পান, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শিমূলের রসে একবিংশতি বার, তালমূলী, তেজপাতা, বেড়েলা, কুলেখাঁড়া, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, মুতা, রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথে পাঁচ বার, কাঁকলা, শৈলজ, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, ধাইফুল ইহাদের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে।

রজোনিঃসারকে ॥৮৪॥

১। ঘণ্টাকর্ণ যোগ।

হিরাকস ও সোহাগা সমভাগ, মুসব্বর দ্বিগুণ, কুঙ্কুম ও হিঙ অর্দ্ধাংশ, পেঁপের বীজ সকলের সমান নিসিন্দা ও উলটকম্বলের রসে সাত বার, চিতার রসে দুই বার ও গাঁজার বীজের ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে। ছাগদুগ্ধ, গাভিদুগ্ধ, নিসিন্দার রস বা উলটকম্বলের রস সহ সেবনীয়।

কাস ও অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনাইনের

আটকান জ্বরে ॥৮৫॥

১। করুণাময় রস।

সহস্র পুট লৌহ, হিঙ্গুলোত্থিত সম্যক্ শোধিত মুখ বিশিষ্ট পারদ ও চক্রপাণি দত্ত মতে শোধিত গন্ধক সমভাগ, শোধিত সুবর্ণ পত্র লৌহের চার ভাগের এক ভাগ, শোধিত অচ্ছিদ্র মুক্তা বিনা জারিত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, প্রবাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর লৌহের দ্বিগুণ, বংশলো-

চন, পিপুলের দানা, পঞ্চলবণ, কড়িভস্ম, কর্পূর প্রত্যেকে লৌহের চার ভাগের তিন ভাগ যথাবিধানে মিশ্রিত করিয়া আদার রসে এক বার, মুতার রসে দুই বার, ঘৃত কুমারীর শাঁসে এক বার ও জয়ন্তী পাতার রসে এক বার খলকরত মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান সকালে গুলঞ্চের রস মধু, বৈকালে মুতার রস মধু।

আয়ু, মেধা ও বলবর্দ্ধনে ॥৮৬॥

১। প্রণদা বটী।

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ চতুর্থাংশ, মোচরস, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, নাগকেশর সকলের সমান, বংশলোচন, শিলাজতু, রৌপ্য ও রৌপ্যমাক্ষিক, মুক্তার দ্বিগুণ, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, শিমুলমুলের ছালের রস, মুতার রস, গুলঞ্চের রস ও শতমূলীর রসে পাঁচ পাঁচ বার, তালমূলী, বেড়েলা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে তিন তিন বার অনন্ত মূল ও আম্রকেশির ক্বাথে এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

নাড়ীক্ষীণে ॥৮৭॥

ভীমরস।

মুক্তা, গৈরিক, জায়ফল ও প্রবাল সমভাগ, স্বর্ণ চতুর্থাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক মুক্তার দ্বিগুণ, বংশলোচন প্রবালাদির তৃতীয়াংশ মধুতে পিষিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসরত্নেশ্বর সমাপ্ত।